A-level
BENGALI

Paper 3 Listening Test Transcript

Time allowed: 2 hours 30 minutes

NOT TO BE OPENED UNTIL AFTER THE EXAMINATION

Enclosed is a copy of the transcript of the text of the Listening Test. This packet must not be opened until after the examination.

After the examination, the transcript should be kept for future use by teachers.

Section A

Listening Transcript

(3 minutes and 02 seconds: tracks 02–21)

Question 01 বাংলাদেশে ই-কমার্স

F1 আজকাল বাংলাদেশে কিছু মানুষ ঘরে বসে বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে অনলাইনে পশু কিনছেন। কেউ কেউ বাজারে না গিয়ে ঘরে বসেই অনলাইনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কেনাকাটা সারছেন। আর অনলাইনে ইলেক্ট্রনিকস পণ্যের কেনাবেচা চলছে তো বেশ আগে থেকেই।

M1 যেসব ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত ও স্বীকৃত তাদের অনেকেই এখন বাংলাদেশে ই-কমার্সে আগ্রহ দেখাচ্ছে। এদের মধ্যে চীনের 'টেনসেন্ট' ও আমেরিকার 'অ্যামাজন'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। শুরুতেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান 'দারাজ'কে কিনে নিয়েছে চীনের 'আলিবাবা'। ইউরোপের একটি বড়ো ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান 'কুভি' সম্প্রতি বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করেছে। দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোও ক্রমবর্ধমান অনলাইনভিত্তিক বাজারের প্রসারের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে অনলাইন সুবিধাগুলো চালু করছে। অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'ফেইসবুক' বা 'ইউটিউব'-এর মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ই-কমার্সের সুবিধা নিচ্ছেন। ই-কমার্সের সুবিধা দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে 'একশপ' নামে একটি কেনাবেচার অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যম ইতোমধ্যে ছয়শো গ্রামে চালু করা হয়েছে।

F1 বাংলাদেশে অনেকেই অনলাইনে পণ্য কেনার আদেশ দিলেও নগদ মূল্য পরিশোধ করছেন জিনিস হাতে পেয়ে বুঝে নিয়ে। কেউ কেউ অনলাইনে টাকা লেনদেনের সুবিধা না থাকার জন্য নগদ মূল্য পরিশোধ করলেও বেশিরভাগ মানুষই প্রতারণা এড়াতে এটি করে থাকেন। এই নগদ টাকা পরিশোধের কারণে বাংলাদেশের ই-কর্মাস এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে বলা চলে। দেশে পণ্য প্রাপকের হাতে পৌঁছে দিতে উপযুক্ত ডাক ও কুরিয়ার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরযোগ্যতা এখনও গড়ে ওঠেনি। তাই নিজ ব্যবস্থাপনায় বিক্রেতাকে পণ্য ক্রেতার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হয়। তবে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের সুযোগ লোকজনকে অনলাইন কেনাকাটায় ধীরে ধীরে উৎসাহিত করছে।

M1 প্রযুক্তি নির্ভর কেনাবেচার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের আস্থা ক্রমশ বাড়ছে। বাইরে গিয়ে কেনাকাটার যে বাড়তি ঝামেলা, তা এড়াতে অনেকেই আজকাল অনলাইনে কেনাকাটায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নিঃসন্দেহে ইন্টারনেটের বদৌলতে মানুষের স্মার্টফোনে কেনাকাটার সুবিধাই বাংলাদেশে বদলে দিতে পারে ব্যবসা-বাণিজ্যে কেনাবেচার ধরন।

(2 minutes and 28 seconds: tracks 22–38)

Question 02 বিপন্নপ্রায় বেদে সমাজ

M1 বাংলাদেশে যাযাবর সম্প্রদায় 'বেদে' নামে পরিচিত। নদীমাতৃক বাংলাদেশে একসময় নৌকাতে ছিলো বেদেদের ঘর-সংসার। এদের কেউ কেউ ডাক্তার-বৈদ্যদের মতো চিকিৎসার কাজে জড়িত থাকলেও তার ধরন ছিলো আলাদা। ঝাড়ফুঁক, লতা-গুল্ম দিয়ে টোটকা চিকিৎসা করার পাশাপাশি সাপের খেলা দেখানো তাদের আয়ের মূল উৎস হওয়ায় সাপুড়ে হিসেবেই তারা বেশি পরিচিত ছিলো। সেই সাথে শুধুমাত্র থিয়েটার গ্রুপের জন্য সাপ ভাড়া দেওয়া আর বিদেশিদের জন্য সাপ বিক্রি করা ছিলো তাদের বাড়তি উপার্জনের উপায়। বেদে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক, পুরুষেরা সন্তান লালনপালন ও ঘর-সংসার সামলায় আর অন্যদিকে মহিলারা ঘরের বাইরের কাজ করে। অবশ্য বন-জঙ্গল থেকে সাপ ধরতে পুরুষেরাই পটু। বেদেদের জীবন-সংস্কৃতি নিয়ে নির্মিত বেশ কিছু চলচ্চিত্রে এদের বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

F2 ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যে আইন প্রণয়ন করেন তাতে সাপ ধরা ও সংগ্রহে রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনের কারণে বেদেদের শত বছরের জীবিকা বর্জন করতে হয়। এর ফলশ্রুতিতে তাদের ঐতিহ্যবাহী সাপুড়ে জীবনযাপন আর নৌকায় ভেসে বেড়ানোর সংস্কৃতি আজ সংকটের মুখোমুখি। যাযাবর জীবনযাপনের কারণে বেদে সমাজে একসময় সন্তানদের শিক্ষার সুযোগের অভাব থাকলেও, ইদানীং সেখানে দেখা যাচ্ছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। বেদেরা এখন নদী সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘস্থায়ীভাবে বসবাস করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারছে। প্রাপ্তবয়স্করাও অন্য ধরনের কর্মসংস্থানে জড়িত হচ্ছে। সরকার তাদের নতুন জীবনযাত্রায় সহায়তা করতে সন্তানদের লেখাপড়ায় আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও বৃদ্ধদেরকে মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। এই পুনর্বাসন ব্যবস্থা আশাপ্রদ।

(1 minute and 53 seconds: tracks 39–49)

Question 03 হালখাতার হাল হকিকত

M2 কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে নতুন ফসল ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে নবান্নের উৎসব পালন করা হয়। এরই পাশাপাশি আরেকটি উৎসব হলো 'হালখাতা'।

F2 ব্রিটিশ শাসনামলের আগে থেকেই এই উপমহাদেশে হালখাতার মতো একটি ব্যবস্থা ছিলো। তখন এর নাম ছিলো 'পুন্যাহ'। পুণ্যাহের সময় জমিদারের প্রতিনিধিরা বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে বিগত বছরের খাজনা আদায় এবং নতুন বছরের জন্য বরাদ্দ পরিচালনা করতেন। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে এরপর মহাজন ও বড়ো বড়ো দোকানিরা ক্রেতাদের টাকা ধার দিয়ে আর বাকিতে মালামাল কেনার সুযোগ সৃষ্টি করেন। সেই পাওনা টাকা পরিশোধের উৎসবমুখর আয়োজনই পরবর্তীতে হালখাতা নাম পায়। হালখাতায় ব্যবসায়ীরা আগের বছরের লেনদেনের হিসাব সম্পূর্ণ করে নতুন বছরে প্রথাগত লাল রঙের খাতায় নতুন হিসাব খোলেন। শুধু নতুন হিসাবের খাতা খোলা নয়, সেদিন ব্যবসায়ীরা তাঁদের ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে আপ্যায়ন করেন।

M2 ব্যবসায়িক লেনদেন আর আপ্যায়নের বাইরেও উৎসবমুখর পরিবেশে হালখাতার কারণে আমাদের সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক আর আস্থার বিকাশ ঘটে, ঐতিহ্যময় এক সংস্কৃতি বজায় থাকে। কিন্তু কালের বিবর্তনে হিসাব রক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে এই সংস্কৃতি এখন হারিয়ে যেতে বসেছে।

(2 minutes and 32 seconds: tracks 50–71)

Question 04 বাংলা গানে রিমিক্স

F2 কথা বলছি বাংলাদেশ সংগীত শিল্পী পরিষদের সভাপতি জনাব আলম-এর সাথে। আমাদের আজকের আলোচনা বাংলা গানে রিমিক্স প্রসঙ্গে। জনাব আলম, স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি শুরুতে বাংলা গানে রিমিক্স আর এ বিষয়ে আপনার অনুভূতি সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলুন।

M1 আপনাকে এবং শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ। পুরনো জনপ্রিয় গানগুলো আমরা যখন নতুন ঢং ও সংগীতায়োজনে পরিবেশন করি তখন সেটি রিমিক্স করা গান বলা হয়। রিমিক্স গান নিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া মিশ্র। একটি জনপ্রিয় গানকে পুনঃনির্মাণ করতে হলে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। অনেক সময় মূল সুরকারের সুর বিকৃতভাবে উপস্থাপন করায় গানের মান নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও নতুন সংগীতায়োজনে কোনো কোনো শিল্পী প্রযুক্তিনির্ভর কণ্ঠে গান পরিবেশন করতে গিয়ে গানের আবেদনকেই নষ্ট করে ফেলেন। তবে পুরনো দিনের গানগুলো পুনঃনির্মাণ করে এই প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। একই সাথে যুগের পরিবর্তন ও চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে হারিয়ে যাওয়া গানগুলোর স্থায়ীত্ব আরও দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়।

F2 সংগীত শিল্পীদের জন্য রিমিক্স সম্পর্কে আপনার কী উপদেশ থাকবে?

M1 তরুণ প্রজন্মের অনেকেই এখন রিমিক্স করার জন্য পাশ্চাত্যের গানের অনুকরণে বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করে থাকেন। তবে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। বিশ্ব দরবারে আমাদের গান উপস্থাপন করতে হলে দেশি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চালু রাখতে হবে। সংগীত চর্চার মাধ্যমে কণ্ঠে দক্ষতা আনতে হবে। কালজয়ী গানগুলোকে নতুন করে শ্রোতাদের সামনে হাজির করার আগে গানের মৌলিকত্ব যাতে কোনোভাবেই নষ্ট না হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। সংগীতপ্রেমীরাও এতে করে বাংলা গানে নতুনত্ব উপভোগ করবেন বলে আমি মনে করি।

F2 আমাদের অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আমি আশা করছি বাংলা গান আবারও স্বর্ণযুগ ফিরে পাবে। আপনাকে ধন্যবাদ।

M1 আমাকে এই অনুষ্ঠানে ডাকার জন্য আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

END OF SECTION A

Section C

Listening Transcript

(2 minutes and 59 seconds: tracks 72–91)

Question 06 শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি ও ছাত্রসমাজের ভাবনা

F1 শিক্ষা অর্জনের সুযোগ সকল নাগরিকের অধিকার। আর সে অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের স্বার্থেই সরকারকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য শিক্ষার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমালোচিত হচ্ছে।

M1 উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সরকারকে নতুন নতুন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে। শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি কম থাকলেও ইদানীং সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি ও টিউশন ফি বৃদ্ধি করে, সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করে এবং অন্যান্য উৎস থেকে অনুদান সংগ্রহ করে আয় বাড়াবার চেষ্টা করছে। আর এই টিউশন ফি বৃদ্ধির কারণে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

F2 উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই অনেকগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইনগতভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলে সরকার অনুমোদন দিলেও, বাস্তবচিত্র অনেকটাই ভিন্ন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রচুর মুনাফা করছে, এই যুক্তিতে সরকার সম্প্রতি এদের ওপর কর চাপিয়ে দিয়েছিলো। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টিউশন ফি-র সাথে শতকরা ৭.৫ ভাগ মূল্য সংযোজন কর আরোপ করেছিলো। সচেতন ছাত্রসমাজ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তা বাতিল করাতে সফল হয়েছিলো।

M2 শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধির অবশ্যই যুক্তি আছে। বছরের পর বছর ফি-গুলো একই রকম থাকতে পারে না। প্রতি বছর আনুষঙ্গিক সবকিছুর ব্যয় যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াটা একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন উন্নয়ন খাত, শিক্ষা, গবেষণা, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদিতে ব্যয় করতে হয়। তাই অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ রাখতে হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই যেন যোগ না দেয়।

END OF RECORDING

There are no questions printed on this page

There are no questions printed on this page

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk.

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2022 AQA and its licensors. All rights reserved.